কিউবার সঙ্কট প্রসঙ্গে

১৯৬২ সালে ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব যেভাবে কিউবা-সংকট সমাধান করতে গিয়েছিলেন, যেভাবে সেখানে রকেট মোতায়েন থেকে শুরু করে, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত না করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জলদস্যুসুলভ নীতিকে কোনভাবে প্রতিরোধ না করে তড়িঘড়ি রকেটগুলিকে সরিয়ে আনা হয়েছিল, তাতে সারা বিশ্বের কমিউনিস্ট মহল ও জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল। এই প্রবন্ধে বিষয়টিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে দেখাতে গিয়ে একই সঙ্গে শান্তি আন্দোলনের বৈপ্লবিক তাৎপর্য কী এবং আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনে উদ্ভূত মতপার্থক্য প্রসঙ্গে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে — তা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদ নিশ্চিতভাবে যুদ্ধের জন্ম দেয় — লেনিন উদ্ভাবিত এই নিয়মটি কি আজকের পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতেও সমান কার্যকরী আছে ? যুদ্ধের আশঙ্কা আজ কতখানি বাস্তব ? আপেক্ষিক অর্থে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের শক্তি ও দুর্বলতাগুলি কী কী ? বিশ্বশান্তির প্রশ্নটিকে সাম্যবাদীদের কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা উচিত ? 'শান্তি'-কেই কী চরম লক্ষ্য বলে মনে করা হবে, নাকি উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ও শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বিপ্লবী সংগ্রামগুলিকে তীব্রতর করার প্রয়োজনীয়তার সাথে শান্তিকে মিলিয়ে দেখতে হবে ? আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কি শান্তিপূর্ণভাবে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব ? সংসদীয় পদ্ধতি কি শান্তিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম রূপ বলে বিবেচিত হতে পারে ? সংসদ — যা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের একটি অঙ্গ (অর্গান), তাকে কি জনগণের ইচ্ছাপূরণের যথার্থ পরিপূরক প্রতিষ্ঠান বা হাতিয়ারে পর্যবসিত করা সম্ভব ? এইসব প্রশ্ন এবং যুদ্ধ ও শান্তি, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি এবং পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্পর্কিত আরও অন্যান্য কিছু প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বেশ কিছুদিন ধরে বিশ্ব সাম্যবাদী শিবিরে গুরুতর মতপার্থক্য দানা বাঁধছিল এবং বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট দলগুলি পরস্পরের মধ্যে ঐক্য ও বন্ধুত্বের পরিবেশ বজায় রেখেই, এইসব প্রশ্নে তাদের নিজেদের বক্তব্যকে নিজস্ব ঢঙে ব্যাখ্যা করছিল। কিন্তু একথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে ক্রুশ্চেভ যে উপায়ে কিউবার সংকটের সমাধান করেছেন, তাকে কেন্দ্র করে এইসব মতপার্থক্যগুলি অভাবনীয় তিক্ততার জন্ম দিয়ে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে মত প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের মুখে হাসি ফুটিয়ে প্রকাশ্যে বেরিয়ে এসেছে।

বলা বাহুল্য, প্রতিটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী, এমনকি যাঁরা কিউবার সংকটে ক্রুশ্চেভের অবস্থান সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন — তাঁরাও, বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থায় বিশ্বযুদ্ধকে প্রতিহত করা এবং বিশ্বশান্তি রক্ষা করাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করেন। মানবসভ্যতাকে যুদ্ধের ভয়াবহতা ও ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা করার কর্তব্যটি যে প্রধানত সমাজতান্ত্রিক শান্তিশিবিরের উপর বর্তায় এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। একথা বুঝতে কোনও বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন নেই যে, থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধে বিধ্বস্ত বিশ্বের ভস্মের উপর সাম্যবাদ তো দূরের কথা, সমাজতন্ত্রও বিকাশলাভ করতে পারে না। তবু সাম্যবাদীদের বৃহদংশ যদি নাও হয়, একটি বড় অংশ যে উপায়ে ক্রুশ্চেভ কিউবা সংকটের সমাধান করেছেন, তার সাথে কেন একমত হতে পারছেন না ? সাম্যবাদীদের মধ্যে এই অংশটি, যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের দেশে বিপ্লবকে সফলভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সেইসব দেশে সমাজতন্ত্রকে গড়ে তুলছেন, তাঁরা যুদ্ধোন্মাদ হয়ে পড়েছেন এবং যুদ্ধের পথে আন্তর্জাতিক বিবাদ মেটাতে চাইছেন — এঁদের বিরুদ্ধে এধরনের অভিযোগ আনা অপমানকর। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামের রণনীতি, রণকৌশল এবং যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনের তত্ত্বগত বিশ্লেষণ সম্পর্কে তাঁরা নিতান্ত অজ্ঞ — এমন মনে করাও চূড়ান্ত ঔদ্ধত্যের লক্ষণ। একমাত্র কোনভাবেই সংশোধন করা যায় না এমন ধরনের অহংসর্বস্ব লোকেরাই এমন ভাবতে পারে। এমন বলারও কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই যে, এঁরা বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে নেতৃত্বকারী দলের পদ দখলের জন্য সাধারণভাবে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি এবং বিশেষত ক্রুশ্চেভের নামে অপযশ দিতে সচেষ্ট। ক্রুশ্চেভ এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির কমিউনিস্ট পার্টিগুলিতে তাঁর সমর্থকেরা, যারা তাদের পার্টি কংগ্রেসে যাদের সাথে তাদের মতবিরোধ রয়েছে তাদের প্রকাশ্যে তীব্র নিন্দা করেছেন, তারা যদি ওদের সংগে তাদের তত্ত্বগত

পার্থক্যকে নির্দিষ্টভাবে তুলে ধরতেন ও নিজেদের অবস্থানের যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন, তাহলে প্রত্যেকেই তাদের সমর্থন করত। সেই যুক্তিযুক্ত পথ গ্রহণ করা তো দূরের কথা, বিরোধীরা যে সমস্ত কথা বলেননি, সেগুলি তাঁদের মুখে গুঁজে দেওয়া এবং তাঁদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা, তাঁদের কাছে সমীচীন মনে হয়েছে — যে অভিযোগগুলির কয়েকটি উপরে উল্লিখিত হয়েছে।

প্রথমে দুই বিবদমান গোষ্ঠীর মধ্যেকার মতপার্থক্যকে তুলে ধরা যাক। এটা ক্রুশ্চেভ-বিরোধীদের বক্তব্য নয় যে কিউবা থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নের রকেট সরিয়ে নেওয়া উচিত হয়নি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী মহলকে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে শক্তিশালী সামরিক মোকাবিলার মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়াই উচিত ছিল। তাঁরা সোভিয়েটের কিউবা থেকে রকেট অপসারণের সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি অনুমোদন করেন। তাদের আপত্তি গোটা বিষয়টিকে যেভাবে মোকাবিলা করা হয়েছিল তা নিয়ে — যেভাবে কিউবাতে রকেট সংস্থাপন করা হয়েছিল সেখান থেকে শুরু করে ঐ অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে যথাযথভাবে উন্মোচন না করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দস্যুসুলভ নীতিকে প্রতিহত করার কোনও চেষ্টা না করে তড়িঘড়ি রকেটগুলিকে সরানো হল, তা নিয়েই মতান্তর। ক্রুশ্চেভের এই বিচারের সঙ্গে প্রতিটি শান্তিকামী মানুষ একমত হবেন যে, "খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে রূপক অর্থে দুনিয়াটা এখন যেন থার্মোনিউক্লিয়ার অস্ত্রে ঠাসা এক বারুদখানার ওপর দাঁড়িয়ে আছে" এবং "আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উদ্বেগের সবচেয়ে ধারালো বিন্দুটি হল ক্যারিবিয়ান সংকট।" এ বিষয়েও তর্কের অবকাশ নেই যে এমন এক সংকটপূর্ণ মুহূর্তে যে কোনও হঠকারী পদক্ষেপ সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাস্তবে যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারত আর তা যদি হত তাহলে কিউবা খুব বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হত। এই বাস্তব বিচারে এবং মানবসভ্যতাকে যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষার জন্য সমাজতান্ত্রিক শান্তি শিবিরের প্রধান দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, কেউই কিউবা থেকে সোভিয়েটের রকেট অপসারণের সিদ্ধান্তকে সমর্থন না করে পারে না। কিন্তু এতেই বিতর্কের অবসান হয় না — অনেক প্রশ্নই অমীমাংসিত থাকে। তাই রকেট সংস্থাপন এবং অপসারণ সহ কিউবা সংক্রান্ত গোটা বিষয়টাকে যেভাবে মোকাবিলা করা হয়েছিল, তা সঠিক ছিল না বেঠিক, তা যাতে সারা দুনিয়ার সাম্যবাদীরা বুঝতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে এই প্রশ্নগুলি আমরা ক্রুশ্চেভ ও তাঁর সমর্থকদের সামনে রাখতে চাই। সেইসঙ্গে তাঁদের অনুরোধ করব, যাতে তাঁরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এগুলির উত্তর দেন।

নিজের অবস্থানের সপক্ষে ক্রুশ্চেভ আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী সমাধানের জন্য পারস্পরিক সমঝোতা ও সুবিধা আদান-প্রদানের প্রয়োজনকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। একথা সত্য যে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অমীমাংসিত সমস্যাগুলির শান্তিপূর্ণ সমাধান, দেওয়া নেওয়া, পারস্পরিক ছাড় দেওয়া ও আপসের নীতির উপর অতি অবশ্যই নির্ভর করে। আবার এই ছাড় দেওয়া যাতে যথার্থই পারস্পরিকভাবে কার্যকরী হয় এবং কেবলমাত্র কথায় পারস্পরিক, বাস্তবে একতরফা না হয়, তার জন্য দু'পক্ষের দিকটা তুল্যমূল্য হওয়া দরকার। কিউবার সংকট সমাধানের এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে সাম্রাজ্যবাদীদের কি ধরনের সুবিধা দেওয়া হয়েছে, এবং তার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে কি ধরনের সুবিধা আদায় করা হয়েছে ? সোভিয়েট ইউনিয়ন কিউবা থেকে ক্ষেপণাস্ত্র সম্বলিত রকেটগুলি সরিয়ে নিয়েছে এবং আইএল-২৮ বিমানগুলিও তুলে নিয়েছে। তার বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, সে কিউবাকে আক্রমণ করবে না এবং তার মিত্রদেরও এধরনের কাজকর্ম করা থেকে বিরত রাখবে। কার্যত, আপসের শর্তগুলি এমনই যে সোভিয়েট ইউনিয়নকে পারস্পরিক ছাড়ের বদলে একতরফা ছাড় দিতে হয়েছে — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া তথাকথিত সুবিধাগুলি কোন ছাড়ই নয়। কারণ, কিউবা যেহেতু একটি সার্বভৌম, স্বাধীন রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রসংঘের সদস্য, তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে বিশ্ব জনমত ও রাষ্ট্রসংঘের সনদকে অগ্রাহ্য করে কিউবাকে আক্রমণ করা ও হানাদারি চালিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। এমন আক্রমণ করা যদি সম্ভব হত, তাহলে কিউবার বর্তমান শাসকদের উৎখাত করার জন্য আমেরিকা ঘুরপথে নিজের দেশের মূল ভূখন্ডে কিউবার প্রতিবিপ্লবীদের সংগঠিত করে কিউবায় পাঠানোর চেষ্টা না করে, অনেক আগেই সে-ই আক্রমণ করত। কিউবাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করবে না এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অনেক আগে থেকেই, আমেরিকার যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী মহলের অপছন্দ সত্ত্বেও ও তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কিউবা যে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে, তাতেই এই প্রতিশ্রুতির অসারতা প্রমাণ হয়। যখন বাস্তব সত্য হচ্ছে একটা অপূরণীয় ক্ষতি, যা যুদ্ধ থেকে উদ্ভব হতে পারে, যার আশংকা অনিশ্চিত লাভের থেকে বহু গুণ বেশি, তার সম্মুখীন না হয়ে এই ধরনের একটি আক্রমণাত্মক যুদ্ধ আমেরিকা শুরুই

করতে পারে না এবং তা চালিয়ে যেতে পারে না, তখন কিউবাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করবে না — এই প্রতিশ্রুতিকে কোনভাবেই ছাড় দেওয়া বলা চলে না। তাছাড়া, আমেরিকার কাছ থেকে এমন একটা প্রতিশ্রুতি ক্রুশ্চেভকে কে আদায় করতে বলেছিল ? উপরন্তু, এই প্রতিশ্রুতির বাস্তবিক কোনও মূল্য আছে কি ? এ প্রতিশ্রুতির মর্যাদা আমেরিকা সততার সাথে রক্ষা করবে এমন কোনও নিশ্চয়তা আছে কি ? বরং ইতিহাসে কি এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত নেই, যেখানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ অনাক্রমণ চুক্তি করে পরে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার জন্য জঘন্যভাবে তা লঙঘন করেছে ? মনে রাখা দরকার, প্রতিশ্রুতিটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং বিধিবদ্ধ কোন চুক্তি নয় ; বড় জোর, এ হল ভদ্রলোকের কথা দেওয়া, যদি কট্টর সাম্রাজ্যবাদীদের আদৌ ভদ্রলোক বলা যায়। এই প্রতিশ্রুতির, চুক্তির সমপর্যায়ে কোন স্বীকৃতি নেই। যে রাষ্ট্রের কর্ণধার এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, সেই রাষ্ট্রের তরফেও এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার কোন সরকারী বাধ্যবাধকতা নেই। যদি ক্রুশ্চেভ এখনও মনে করেন যে কেনেডির দেওয়া চুক্তিটির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে, তাহলেও আমরা কি জানতে পারি, তাঁর অনুসৃত পন্থাটিকেই তিনি একমাত্র পথ বলে মনে করছেন কিনা ? কিউবার সংকটের বিষয়টি মোকাবিলার কি অন্য কোনও আরও বেশি কার্যকরী উপায় তাঁর সামনে ছিল না ? প্রতিরোধের বিন্দুমাত্র কোনও চেষ্টা না করে তড়িঘড়ি সাম্রাজ্যবাদীদের দাবি মেনে নেওয়ার পরিবর্তে সোভিয়েটের জাহাজগুলিকে কি স্বস্থানে অপেক্ষা করার এবং রকেটগুলিকেও কিছু সময়ের জন্য যথাস্থানে রেখে দেওয়ার আদেশ দেওয়া যেত না — যাতে করে সাম্রাজ্যবাদীদের নক্কারজনক কার্যকলাপের মুখোস খুলে যেত, শান্তি ও সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলিকে কার্যকরীভাবে সক্রিয় করে তোলা যেত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনিচ্ছুক হাত থেকে তুরস্ক থেকে রকেট সরানো অথবা সোভিয়েট ইউনিয়নের চারপাশে সাম্রাজ্যবাদীরা যে সমস্ত সামরিক ঘাঁটিগুলি স্থাপন করেছে সেগুলিকে তুলে দেওয়া অথবা নিদেনপক্ষে ফিদেল কাস্ত্রো তাঁর ২৮শে অক্টোবরের ভাষণে গুয়াতানামু উপসাগর থেকে আমেরিকার নৌঘাঁটি অপসারণের যে দাবি তুলেছিলেন তাকে কার্যকর করার মতো কিছু ন্যায্য দাবি আদায় করে নেওয়া যেত ?

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও আরও কয়েকটি বিষয় আছে। প্রাভদা ৭ই জানুয়ারি সংখ্যায় প্রশ্ন করেছে ঃ "থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধের মাধ্যমেই সাম্যবাদের বিজয় অর্জন সম্ভব — এমন কথা কোন্ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মেনে নেবে ?" বাস্তবিক কোন সাম্যবাদীই এই ভ্রান্ত ধারণার পক্ষে যুক্তি খাড়া করতে পারে না যে বিশ্ব-সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলার উপায় থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধ। কিন্তু এমন কোনও কমিউনিস্ট পার্টি কি আছে যারা এই তত্ত্বের পক্ষে বলছে? আমাদের জ্ঞান ও তথ্য অনুসারে, এমন কেউ নেই। তাহলে ক্রুশ্চেভ যেভাবে কিউবার সংকটের মোকাবিলা করেছেন, তার সাথে যাঁরা পুরোপুরি একমত হতে পারেননি, তাঁদের মতামতকে বিকৃত করা ছাড়া, প্রাভদার মাধ্যমে এ প্রশ্ন তোলার আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে ? প্রাভদার ঐ প্রবন্ধেই আরও বলা হয়েছে ঃ "কিউবার সংকট সমাধানে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, তার সমালোচনা যারা করে তারা আসলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিকেই খারিজ করে।" এই মন্তব্যের পিছনে আদৌ কোনও যুক্তিই নেই। কারণ একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের বিদেশ নীতির একমাত্র সঠিক সাধারণ লাইন হিসাবে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিকে যথাযথভাবে গ্রহণ করা এবং এমনকী কিউবা থেকে সোভিয়েটের রকেট অপসারণকে সমর্থন করা সত্ত্বেও ক্যারিবিয়ান সংকট সমাধানে ক্রুশ্চেভ অনুসৃত পদ্ধতির সাথে যে কেউ যুক্তিসঙ্গতভাবেই ভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমাদের সোভিয়েট কমরেডরা কিউবার সঙ্কটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের বিরোধিতা (কোন কমিউনিস্ট পার্টি এই শান্তিপূর্ণ সমাধানের বিরোধী নয়) ও যে পদ্ধতিতে কিউবার সঙ্কটের শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা হল, তার বিরোধিতা — এই দুইয়ের মধ্যে তফাত করতে পারছেন না। তদুপরি, আমরা দেখছি ক্রুশ্চেভ কি ধরনের স্ববিরোধী বিবৃতি দিচ্ছেন। তিনি সুপ্রীম সোভিয়েটে তার রিপোর্টে বলেছেন ঃ "কিন্তু আমরা কিউবার উপরে আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্যই জাহাজে করে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র সেখানে পাঠিয়েছি।" আমেরিকার একান্ত নিকটবর্তী দেশ কিউবায় মাত্র কয়েকটি রকেট স্থাপন করাই কি তার উপরে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যথেষ্ট ছিল ? কিউবার সংকট সমাধানের অব্যবহিত পরেই ক্রুশ্চেভ একটা বিবৃতিতে স্বীকার করেছিলেন যে কিউবায় স্থাপিত এই কয়েকটি রকেট দিয়ে তো হতই না, কিউবার উপর আমেরিকার আক্রমণ প্রতিহত করার পক্ষে এমনকী এর দশ গুণ সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল না। ১৯ জানুয়ারি পূর্ব জার্মানির শ্রমিকদের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন — "কিউবা রকেট সংস্থাপনের পক্ষে সুবিধাজনক জায়গা নয়। আঞ্চলিক সুবিধার অর্থে কিউবার

তুলনায় রকেট সংস্থাপনের অনেক ভাল জায়গা আছে। প্রযুক্তি এ জায়গায় পৌঁছেছে যে রকেটের সাহায্যে যে কোনও দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব।" তাই যদি হয় এবং এটা ঠিকই, — তাহলে রকেট সংস্থাপনের জন্য কিউবাকে বাছা হয়েছিল কেন ? রকেট সংস্থাপনের পক্ষে কিউবার অঞ্চ লগত অসুবিধাকে বিবেচনা করা উচিত ছিল এবং সেক্ষেত্রে জাহাজে করে ওখানে রকেট পাঠানো উচিত হয়নি। ক্রুশ্চেভ কি একথা আগে থেকে বুঝতে পারেননি যে আজ অথবা কাল — মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা কিউবায় রকেটের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পেরে সেই অজুহাতে শোরগোল তুলতে পারে ও কিউবার বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপকে আরও তীব্রতর করতে পারে ? যদি তিনি এটা না বুঝে থাকেন, তাহলে তিনি অদূরদর্শীতার দোষে দায়ী। আর যদি তিনি এটা বুঝে থাকেন, তাহলে রকেট সংস্থাপনের সময় অথবা তার পরে সম্ভাব্য সাম্রাজ্যবাদী পদক্ষেপ এড়িয়ে যাওয়ার ও ব্যর্থ করার জন্য তিনি কি কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন ? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা সত্ত্বেও সোভিয়েটের জাহাজগুলিকে অগ্রসর হওয়ার এবং যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার আদেশ দেওয়া কি হঠকারিতার পরিচায়ক হয়নি ? আবার যখন রকেটগুলি সংস্থাপিত হয়ে গেছে এবং সোভিয়েটের জাহাজগুলিকে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও অগ্রসর হতে আদেশ দেওয়া হয়েছে — তখন আমেরিকার দস্যুতার মুখোস খুলে দেওয়ার কোন চেষ্টা না করে প্রথম আদেশ জারির অব্যবহিত পরেই রকেট তুলে নেওয়া ও জাহাজগুলিকে ফিরিয়ে নেওয়ার পুনরাদেশ দেওয়া কি ঠিক হয়েছিল ? ঘটনা প্রমাণ করেছে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সম্ভাব্য পদক্ষেপকে আগাম আঁচ করার ও তাকে প্রতিহত ও ব্যর্থ করার জন্য নির্দিষ্ট কার্যক্রমের পরিকল্পনা — কিছুই সোভিয়েট ইউনিয়নের ছিল না। তারা সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল। ফলে, কিউবার অঞ্চ লগত অসুবিধা ও সম্ভাব্য সাম্রাজ্যবাদী প্রত্যাঘাতকে বিচার না করে সেখানে রকেট সংস্থাপন, আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সোভিয়েটের জাহাজগুলিকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেওয়া, আবার যে মুহূর্তে সেগুলি আমেরিকার নৌবাহিনীর সম্মুখীন হয়েছে — তাদের ফিরে যাওয়ার আদেশ জারি করা এবং আমেরিকার কিউবা আক্রমণের হুমকির মুখে পড়ে তাড়াহুড়ো করে রকেট সরিয়ে নেওয়া — এই সমস্ত চিন্তাভাবনা বর্জিত এবং অপরিকল্পিত কাজের সাথে, যুক্তি ও দূরদৃষ্টি দ্বারা পরিচালিত না হয়ে আবেগতাড়িত হয়ে এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী না এগিয়ে পরিস্থিতির চাপে পড়ে কাজ করার সঙ্গে হঠকারিতার কোন তফাৎ আছে কি ?

কিন্তু ক্রুশ্চেভ এমন অবিমৃষ্যকারীর মত কাজ করলেন কেন ? আমাদের সুচিন্তিত অভিমত হল যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রণনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তাঁর ভ্রান্ত বিশ্লেষণই এর কারণ। থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধ ভীতির কারণে ক্রুশ্চেভ ভ্রান্তভাবে ভেবেছিলেন যে ক্যারিবিয়ানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রণকৌশলের লক্ষ্য হল — আজ বিশ্বের সামাজিক শক্তিসমূহের যে, সাম্রাজ্যবাদী শিবির ও সমাজতান্ত্রিক শিবির এই দুই শিবিরে মেরুকরণ ঘটে গিয়েছে, এদের মধ্যে সর্বাত্মক থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধ শুরু করা। তাই স্বভাবসিদ্ধ ভাবে ক্রুশ্চেভ যে কোনও উপায়ে যুদ্ধকে প্রতিহত করতে ও যে কোনও মূল্যে শান্তি রক্ষার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। সাম্রাজ্যবাদীরা জানে যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এমনকি সামরিক দিক থেকেও সমাজতান্ত্রিক শিবির এখন তুলনায় অনেক দূর এগিয়ে আছে এবং শক্তিবিন্যাসের এই বিদ্যমান ভারসাম্যের প্রেক্ষিতে দুই শিবিরের মধ্যে যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যায়, তাহলে তা বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবে ও একই সাথে বিশ্ব-সমাজতন্ত্রের জয়কে সুনিশ্চিত করবে। সেইজন্য এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে যে আমেরিকা কিউবায় একটা সংকট সৃষ্টি করে দুই শিবিরের মধ্যে এক সর্বাত্মক থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধ শুরু করতে চেয়েছিল। নিশ্চিতভাবে যেটা বলা যায়, তা হল ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রণকৌশলের লক্ষ্য ছিল সোভিয়েট ইউনিয়নের সাথে আংশিক এবং আঞ্চলিক যুদ্ধ শুরু করা, নিজের সুবিধাজনক অবস্থানের সুযোগকে ব্যবহার করা, সোভিয়েট ইউনিয়নকে আংশিক ও সাময়িকভাবে পরাস্ত করা এবং এইভাবে কোরিয়ার যুদ্ধে ও কিউবা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে প্রতিবিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে যে সামরিক মর্যাদা সে হারিয়েছে, তাকে পুনরুদ্ধার করা। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেকাংশেই তার হারানো মর্যাদা আবার ফিরে পেতে সক্ষম হয়েছে — এমনকি সোভিয়েট ইউনিয়নের সাথে সংগ্রাম ব্যতিরেকেই। এর জন্য ক্রুশ্চেভের ভ্রান্ত পথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার নীতিই দায়ী — যার সুযোগ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন ধারণা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল যে, তার কঠোর নীতি ও উন্নততর সামরিক শক্তির সামনে সোভিয়েট ইউনিয়ন পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে। সম্প্রতি জোট-নিরপেক্ষ আফ্রো-

এশিয়ান দেশগুলির বিদেশনীতিতে আমেরিকার অনুকূলে যে পরিবর্তন চোখে পড়ছে এবং সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের যুদ্ধবাজ মহলের দ্রুত কমতে থাকা মনোবলকে যে আবার চাঙ্গা হতে দেখা যাচ্ছে, তার পিছনে আংশিকভাবে হলেও এই ধারণাই কাজ করছে। এবং এর ফলেই উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন, প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বিপ্লবী সংগ্রাম ও বিশ্বশান্তি আন্দোলনের বিকাশ, অগ্রগতি ও তীব্রতাবৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছে।

কিউবার ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদীদের ভীতিপ্রদর্শনের সামনে পিছু হঠেছে এই অভিমত আমরা দৃঢ়তার সাথে অগ্রাহ্য করছি ; এ প্রশ্ন তোলার কোন ভিত্তিই নেই। কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এমন সব ছাড় দিল সেই অবস্থায় যার কোন দরকার ছিলনা — কার্যত যেগুলো ছিল একতরফা ছাড় ; বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কার্যত কোনও ছাড়ই দেয়নি। ক্রুশ্চেভ অবশ্য এমন ভাবেন না। সুপ্রীম সোভিয়েটে রিপোর্ট পেশ করতে গিয়ে তিনি ঘোষণা করেছেন "অতি উগ্র সাম্রাজ্যবাদীরা কিউবাকে কেন্দ্র করে থার্মোনিউক্লিয়ার যুদ্ধের সূচনা করার ঝুঁকি নিয়েছিল, কিন্তু তা করতে সক্ষম হয়নি। সোভিয়েট ইউনিয়ন তথা শান্তি এবং সমাজতন্ত্রের শক্তিসমূহ প্রমাণ করেছে যে যুদ্ধের প্রবক্তাদের উপর তারা শান্তি চাপিয়ে দিতে সক্ষম।" এটা খুবই সত্য কথা যে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের সাথে একযোগে মিলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বিশেষ একটি যুদ্ধকে প্রতিহত করতে পারে এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধোন্মাদদের উপর সেই বিশেষক্ষেত্রে শান্তি চাপিয়ে দিতে পারে। মিশরের উপর আক্রমণ রুখতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপের সামনে ইঙ্গ-ফরাসী-ইজরায়েল জোটের পশ্চাৎপসরণ এরই প্রকৃষ্ট বাস্তব উদাহরণ। কিন্তু কিউবার সংকট সমাধান যেভাবে করা হয়েছে তাকে ক্রুশ্চেভ যেভাবে চরিত্রায়ণ করেছেন তাকে শান্তি ও সমাজতন্ত্রের শক্তিসমূহ দ্বারা যুদ্ধের প্রবক্তাদের উপর শান্তি চাপিয়ে দেওয়া বলা যাবে কি ? আমাদের তা মনে হয় না। মানছি যে কিউবাকে ঘিরে যুদ্ধ এড়ানো গিয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ এড়ানোর প্রতিটি ঘটনাই যুদ্ধের প্রবক্তাদের উপর শান্তি চাপানো নয়। কারণ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে অথবা তাদের ছাড় দিয়েও সাময়িকভাবে যুদ্ধ এড়ানো যায়। কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এই আত্মসমর্পণ অথবা এমন একতরফা ছাড়কে যুদ্ধবাজদের উপর শান্তি ও সমাজতন্ত্রের শক্তির দ্বারা শান্তি চাপিয়ে দেওয়া বলে মনে করবে না। কোনও একটি বিশেষ কাজ যুদ্ধবাজদের উপর শান্তি চাপিয়ে দেওয়া কিনা তা নির্ধারিত হয় সমঝোতার শর্ত — কি ধরনের ছাড় দেওয়া হচ্ছে, আর বিনিময়ে কি পাওয়া যাচ্ছে, তার দ্বারা। সোভিয়েটের কিউবা থেকে রকেট ও আইএল-২৮ বিমান অপসারণের বিনিময়ে ক্রুশ্চেভের পক্ষে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাধ্য করা সম্ভব হত যে তারা তাদের রকেটগুলি তুরস্ক থেকে সরাতে অথবা সোভিয়েট ইউনিয়নের চারপাশের সামরিক ঘাঁটিগুলিকে অকার্যকরী করে দেবে, অথবা নিদেনপক্ষে গুয়াতানামু উপসাগরে তার নৌঘাঁটি ছেড়ে যাবে, তবেই যথাযথভাবে বলা যেত যে কিউবাকে ঘিরে যুদ্ধ এড়ানোর দ্বারা শান্তি ও সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলি যুদ্ধবাজদের উপর শান্তি চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমেরিকাকে একতরফাভাবে ছাড় দিয়ে যদিও যুদ্ধ এড়ানো গেল তার বিনিময়ে কিন্তু কোনও ছাড় পাওয়া গেলনা (আমরা আগেই এ নিয়ে আলোচনা করে এসেছি) — তাই একে প্রকৃত ছাড়ও বলা চলে না অথবা যুদ্ধের শক্তির উপর শান্তি চাপানোও বলতে পারি না। এটা স্পষ্ট যে, প্রয়োজন ও যুক্তি না থাকা সত্ত্বেও আমেরিকার যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী মহলকে তোষণ করার একটা মনোভাব বিদ্যমান ছিল।

সোভিয়েট রাশিয়ার কমরেডরা বার বার বলছেন যে, যারা কিউবা সম্পর্কে ক্রুশ্চেভের পদক্ষেপের সমালোচনা করছেন, তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে সাম্রাজ্যবাদের "পারমাণবিক দাঁত আছে" এবং ফলত তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের শক্তি এবং থার্মোনিউক্লিয়ার বিশ্বযুদ্ধের বিপদ — দুটি বিষয়েরই গুরুত্বকে খাটো করে দেখছেন। এটা ঠিক নয়। আমরা সোভিয়েট কমরেডদের স্মরণ করিয়ে দিই যে ক্রুশ্চেভ-বিরোধীরা নয়, তিনি নিজেই কিছুদিন আগে তাঁর বক্তব্য — সাম্রাজ্যবাদ অনিবার্যভাবে যুদ্ধের জন্ম দেয় এই নিয়মটি আর কার্যকরী নয় — একথা প্রমাণ করতে গিয়ে এক থিসিস উপস্থিত করেছিলেন যে আজকের পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ শুরু করতে অক্ষম। এভাবে তিনি নিজেই সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ শুরু করার শক্তি ও যুদ্ধের বিপদকে লঘু করে দেখেছিলেন। যারা তাঁর কিউবার সংকট সমাধানের পদ্ধতি সম্পর্কে সমালোচনা করেছিলেন তারা সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ শুরু করার ক্ষমতা ও বর্তমানেও যুদ্ধের বাস্তব আশঙ্কাকে আগেও লঘু করে দেখেননি বা এখনও দেখছেন না। একথা বলা এখানে অসমীচীন হবে না যে আধুনিক যুদ্ধ নিছক উগ্র

ব্যক্তিবাদী মেজাজ বা ঝোঁক থেকে উদ্ভূত নয়, তা বাধে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিণতিতে এবং সেই ব্যবস্থার নিয়ামক সূত্র বা নিয়ম অনুসারে। ব্যক্তি অবশ্যই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু তারা কখনই নিয়মের উর্ধ্বে যেতে পারে না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই শিক্ষাকে যিনি মনে রাখেন এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই নিয়মের বিকাশকে অনুধাবন করেন তিনি থার্মোনিউক্লিয়ার বিশ্বযুদ্ধাতঙ্কে দিশাহারাও হন না, অথবা তার বিপদের কথা কোনভাবেই ভুলতে পারেন না।

এই প্রশ্ন থেকেই শান্তি সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে সাম্যবাদীরা শান্তিযোদ্ধা কিন্তু তারা প্যাসিফিস্ট (pacifist) (অর্থাৎ যারা ন্যায়-অন্যায় নির্বিশেষে সকল যুদ্ধই খারাপ এই ভাব থেকে উদ্ভূত শান্তির ধারণা পোষণ করেন) নয়। একজন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী প্রতিটি বিষয়কে বিপ্লব ও প্রগতির প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে দেখে এবং এর মধ্যেই নিহিত থাকে প্যাসিফিস্ট বিভ্রমের সাথে বিশ্বশান্তির প্রশ্নে কমিউনিস্ট উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণ। একজন বিপ্লবীর কাছে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বিশ্বশান্তির সুরক্ষার প্রশ্নটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার কাছে শান্তির জন্য শান্তি — বিষয়টা এরকম নয়, বা এটা এরকম বিষয়ও নয় যে শান্তি নামক বিষয়টির তাৎপর্য কেবল তার মধ্যে আবদ্ধ। তাই বিপ্লবী যে কোনওরকম শান্তির পক্ষে দাঁড়ায় না, আবার সমস্তরকম যুদ্ধের বিরোধীও সে নয়। বিপ্লবী সমস্ত প্রকার অন্যায় যুদ্ধ এবং অন্য দেশকে দখল করার জন্য আগ্রাসী যুদ্ধের বিরোধী। কিন্তু শোষণমূলক ব্যবস্থা থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করার জন্য যে মুক্তিযুদ্ধ, তাকে বিপ্লবী সমর্থন করে, উৎসাহিত করে। একইভাবে বিপ্লবী প্যাসিফিজমেরও বিরোধী, যে কোনও মূল্যে শান্তি সওদা করার চিন্তা ও কাজের বিরোধী ;কিন্তু বিপ্লবী দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে সেই শান্তির পক্ষে লড়ে, যা বিপ্লবের জন্ম দেয় এবং তাকে বিকশিত ও তীব্রতর করে। আজকের দিনে শান্তিআন্দোলনে ও বিশ্বশান্তি সুরক্ষার বিপ্লবী তাৎপর্য ঠিক যে বিষয়ের মধ্যে নিহিত তা হল, এগুলির দ্বারা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এমন এক অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে, এবং বাস্তবে আজ তা হয়েছেও, যে সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হবে না। এর ফলে আপেক্ষিক অর্থে উন্নত ও অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশেরই বিপ্লবী শক্তিগুলিকেও সাহায্য করা হবে — যাতে তাদের নিজ নিজ দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে বিদেশী হস্তক্ষেপ মুক্ত অবস্থায় বিপ্লবী সংগ্রাম চালাতে পারে। অতীতে যেক্ষেত্রে কোনও দেশের বিপ্লবী শক্তিকে বিপ্লব সফল করার জন্য শুধুই আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে পরাস্ত করতে হত না — বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকেও পরাস্ত করতে হত, সেক্ষেত্রে আজ যদি শান্তি আন্দোলনের বিপ্লবী তাৎপর্য ও সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে, তাকে সঠিকভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত করা যায়, তাহলে তা বর্তমানে দেশে দেশে বিপ্লবী আন্দোলনে বিদেশি হস্তক্ষেপকে বন্ধ করতে পারে এবং এইভাবে বিপ্লবের প্রধান শত্রুকে তার সংরক্ষিতবাহিনীর ও রিজার্ভ ফোর্সের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে। এটা মোটেই ছোটখাটো কৃতিত্ব নয়, বা বিপ্লবের লক্ষ্যে আদৌ নগণ্য অবদানও নয় — কাজেই বিশ্বশান্তিরক্ষা ও বর্তমান সময়ের শান্তি আন্দোলনের সাথে প্যাসিফিজম অর্থাৎ যে কোনওভাবে এমনকি বিপ্লবকে জলাঞ্জলি দিয়েও শান্তি রক্ষা করার ধারণাকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। শান্তির জন্য এই সংগ্রাম প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ও ঔপনিবেশিক এবং পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ধারাকে ত্বরান্বিত করার বহুবিধ জটিল বিপ্লবাত্মক উপায়ের মধ্যে অন্যতম। কোনও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী যদি আজকের দিনের শান্তি আন্দোলন ও বিশ্বশান্তি রক্ষার বিপ্লবী তাৎপর্য অনুধাবন করতে না পারেন, শান্তিকে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ লক্ষ্য বলে মনে করেন এবং ফলত শান্তি আন্দোলন ও বিশ্বশান্তির প্রশ্নকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন ও সংগ্রাম তীব্রতর করার কর্তব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন, তাহলে তিনি নিছক প্যাসিফিজম প্রচার করার ও বাস্তবে সাম্রাজ্যবাদকে তোষণ করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবেন। তথাকথিত শান্তির জন্য উদগ্র বাসনায় তিনি এমনকি পরাধীন দেশ ও প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বিপ্লব ও প্রগতির বিকাশ খর্ব করে দিতে পারেন। তদুপরি তার খেয়ালে থাকে না যে এ ধরনের কাজকর্মের দ্বারা তিনি শুধু বিপ্লব ও প্রগতির মহান আদর্শকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন না, যে বিশ্বশান্তির গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি এত সোচ্চার, তার স্বার্থকেও তিনি বিঘ্নিত করে তোলেন। কারণ বিশ্বশান্তির গ্যারান্টি সাম্রাজ্যবাদীদের মৌখিক প্রতিশ্রুতির মধ্যে নিহিত নয়, তাদের অপ্রয়োজনীয় ছাড় দিয়ে তোষণ করার মধ্যে আরও নয়। এর গ্যারান্টি নির্ভর করছে প্রধানত উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে তীব্রতর ও সফল করা ও বিশ্বশান্তি আন্দোলন গড়ে তোলার

উপর। যুদ্ধ এড়ানোর জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের অপ্রয়োজনীয় ও একতরফা সুবিধা দেওয়া, কার্যত তোষণেরই নামান্তর। তা সবসময়েই সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী ক্ষুধাকে আরও বাড়িয়ে দেয় — যার ফলে সে নিত্যনতুন দাবিদাওয়া উত্থাপন করে এবং শেষপর্যন্ত পরিস্থিতিকে বিশ্বের এখানে সেখানে আরও নৃশংস দখলদারী যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার দিকেই নিয়ে যায়।

সোভিয়েট কমরেডদের অভিযোগ যে, যাঁরা কিউবার সংকট সমাধানের পদ্ধতিকে সমর্থন করেন না, তাঁরা পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের তত্ত্ব ও প্রয়োগে বিশ্বাসী নয় — এটাও সমান ভ্রান্ত। তাঁরা অবশ্যই পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাস করেন এবং বাস্তবে তাকে প্রয়োগও করছেন। তাঁরা যে বিষয়টাতে জোর দিতে চান তা হল, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি প্রয়োগ করতে গিয়ে এবং তেমন ধরনের সহযোগিতা গড়ে তোলার চেষ্টা করতে গিয়ে কেউ যেন এমন বিভ্রান্তি পোষণ না করেন যে, সাম্রাজ্যবাদ তার মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পাল্টাবে এবং শান্তি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রকৃত প্রবক্তা হয়ে উঠবে। সাম্রাজ্যবাদীরা যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে শান্তি এবং সহযোগিতার কথা বলছে তা এই কারণে নয় যে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে ;তারা বলছে পরিস্থিতির চাপে — অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শ্রেষ্ঠতর সামরিক শক্তির কারণে। এই শ্রেষ্ঠত্ব যদি খর্ব হয় — সাম্রাজ্যবাদীরা তাহলে বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটানোর সুযোগ নষ্ট করবে না। সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধবাজ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা আবারও স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত, কারণ ক্রুশ্চেভের কথা থেকে মনে হয় যে তিনি বিশ্বাস করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকশ্রেণীকে যুক্তির পথে নিয়ে এসে যুদ্ধের বিপদ দূর করা সম্ভব (আমাদের এই চিন্তা ভুল প্রমাণ হলে আমরা খুবই খুশি হব)। তা না হলে সোভিয়েটের বিদেশনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল — যে আমেরিকা সবচেয়ে হঠকারী উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদী দেশ, তার সদ্ভাব অর্জন করার চেষ্টা ও যে কোনও ভাবে তার সাথে সমঝোতায় আসার বদলে তাকে তার মিত্র শক্তি — যারা তার থেকে অপেক্ষাকৃত কম হঠকারী — তেমন বন্ধুদের কাছ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা।

শেষ করার আগে আমরা আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতাদের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি, তাঁরা বর্তমানে বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে যেভাবে পরস্পর দোষারোপ করে চলেছেন, তার থেকে বিরত হোন। এক পক্ষ অপর পক্ষকে 'গোঁড়া', 'মেকি-বিপ্লবী', 'যুদ্ধের নীতিতে বিশ্বাসী', 'চেঙ্গিস খানের নীতির সমর্থক', ইত্যাদি বলে ধিক্কার জানাচ্ছেন এবং অপরপক্ষের কাছ থেকে একইরকমভাবে 'শোধনবাদী', 'বিশ্বাসহন্তা', 'সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণের নীতির অনুসারী' বিশেষণে আখ্যাত হচ্ছেন। এই ধরনের কটূক্তির দ্বারা কোন্ কার্য সাধিত হচ্ছে ? এগুলি কি বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের সামনে আজ যে প্রবল মতাদর্শগত বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে তাকে দূর করতে কোনওভাবে সাহায্য করছে ? পরস্পরের মতামত আরও ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করছে ? একথা সত্য যে বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে গুরুতর মতপার্থক্য আছে। কিন্তু এই পার্থক্য কি করে দূর হবে — কটূক্তির মাধ্যমে নাকি নীতিভিত্তিক সমালোচনা-আত্মসমালোচনার মাধ্যমে ? সমালোচনা-আত্মসমালোচনার লেনিনীয় পদ্ধতিতে কি একে অপরের বিরুদ্ধে এমন ভিত্তিহীন অসত্য অভিযোগ ও অভব্য ভাষা ব্যবহারের অবকাশ আছে ? প্রবাদই আছে, শক্ত কথায় কোনও দেওয়াল ভাঙে না। সাম্যবাদী নেতাদের কাছে প্রত্যাশামত মনোভাবের অভাব লক্ষ্যণীয়ভাবে দেখা যাচ্ছে। তার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, শক্ত কথার প্রতিক্রিয়ায় বিবদমান দলগুলির মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটছে এবং বিষয় জটিল হচ্ছে, বিভিন্ন নেতাদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক খারাপ হচ্ছে। আমরা মনে করি, বর্তমান আদর্শগত সংকটের নিরসন করতে এবং কমিউনিস্টদের ঐক্যকে সুদৃঢ় ও সংহত করতে অনতিবিলম্বে বিভিন্ন সাম্যবাদী দলগুলির প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু করা উচিত। কারণ, বর্তমানে মতবাদিক সংগ্রামের যে ধারাটা চলছে, তাতে সম্মেলন ডাকতে বিলম্ব হলে মতপার্থক্য কমার বদলে বেড়ে যাবে। বিভিন্ন সাম্যবাদী দলগুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে সম্মেলন সাম্যবাদী শিবিরের প্রকাশ্য ভাঙনকেই আসন্ন করে তুলবে — এ ধরনের ছেঁদো যুক্তিকে আমল দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্যকে ঘিরে সাংগঠনিক ভাঙন দেখা দেবে বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা হয় বিভিন্ন সাম্যবাদী দলের ঐক্য বজায় রাখতে ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার দায়িত্ব পালনে অপারগ অথবা তাঁরা যেন-তেন-প্রকারেণ ঐক্য বজায় রাখায় আগ্রহী। যাই হোক না কেন, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের বর্তমান নেতৃবৃন্দ তাঁদের

নিজেদের একরোখা, একতরফা কাজের মাধ্যমে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন ও অগণিত শহীদ — যাঁরা সাম্যবাদী আদর্শের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের ঐতিহ্যকে কিছুতেই বিনষ্ট হতে দেবেন না — এটাই আমাদের আশা ও বিশ্বাস।

প্রথম প্রকাশ ঃ
সোস্যালিস্ট ইউনিটি
১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩